NEWAGE Bangladesh

Impunity raises violence against children: NHRC

Staff Correspondent | Published: 01:18, Jan 10,2018

The National Human Rights Commission chairman, Kazi Riazul Haque, on Tuesday said violence against children was still rampant in the country due to a 'culture of impunity'.

'The offenders were not getting proper punishment and this abetted the violence against children alarmingly in the country,' he said while addressing a discussion on child protection in NHRC office in Dhaka.

He also criticised the government for not formulating the rules for the Children Act 2013 despite four years have passed since the act was enacted.

He also urged the government to establish a separate directorate for eight crore children in Bangladesh.

Bangladesh Shishu Adhikar Forum director Abdus Shahid Mahmood said on an average 33 children were killed while 49 were raped in every month of 2017.

'The statistics suggest the vulnerability of children in the country,' he said.
Child rights activist Sharifuddin Khan said the state was not committed to ensure security for the children.

He also demanded the inclusion of domestic work as a risky job in the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016.

Coalition for the Urban Poor executive director Khondker Rebeka Sun-Yat said government had stopped the birth registration process for the children for last few months, for which many street children were not getting admitted into the schools.

কালের কণ্ঠ

বৃহস্পতিবার । ১১ জানুয়ারি ২০১৮ । ২৮ পৌষ ১৪২৪। ২৩ রবিউস সানি ১৪৩৯।

সংলাপে মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান

শিশু হত্যা-নির্যাতন বন্ধে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

১০ জানুয়ারি, ২০১৮ ০১:৫১

শেয়ারমন্তব্য()প্রিন্ট

ফাইল ছবি

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। তিনি বলেছেন, চাঞ্চল্যকর রাকিব-রাজন হত্যাকারীদের মতো শিশু হত্যা-নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত অন্য অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ কমে আসবে। এ জন্য নির্যাতিতের পাশে সম্মিলিতভাবে সবাইকে দাঁড়াতে হবে।

গতকাল মঙ্গলবার সকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্মেলন কক্ষে অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান। 'শিশু সুরক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক সংলাপের মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বিদায়ী বছরে ৯৪৯টি শিশু হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪৮টি ধর্ষণ, ৬৬টি গণধর্ষণ, ১৮টি ধর্ষণের পর হত্যা, ৬১টি পিটুনি, সাতটিকে পিটিয়ে হত্যা, ৪৮টি মা-বাবার দ্বারা হত্যা, ২৫টি পর্নোগ্রাফি, ১৫২টি অপহরণের শিকার এবং ২৪টি নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। এর আগে ২০১৬ সালে ৮৭৭টি শিশু হত্যা-নির্যাতনের শিকার হয়।

এএসডির নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংলাপটি সঞ্চালনা করেন এএসডি উপনির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। বক্তব্য দেন বিচারপতি মো. নিজামুল হক, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ মাহমুদ, মানবাধিকারকর্মী মো. মাহবুবুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন এএসডির প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা।

সংলাপে প্রধান অতিথি কাজী রিয়াজুল হক আরো বলেন, শিশুর অধিকার নিশ্চিত করায় বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন করা গেলে আরো ভালো ফল পাওয়া যাবে। এ জন্য জাতীয় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের শিশুবিষয়ক কমিটিগুলো সক্রিয় করা দরকার। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে শিশু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কাজ চলছে। শিশু অধিদপ্তর গঠনেরও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সরকার এসব বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমান সরকারও এ বিষয়ে আন্তরিক। কিন্তু দেশে অনেক আইন থাকলেও যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই আগে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

সংলাপে উত্থাপিত প্রস্তাবে শিশুর সুরক্ষায় সাত দফা সুপারিশ তুলে ধরেন এএসডি উপনির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বস্তিবাসী শিশু, পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুসহ অবহেলিত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশু হত্যা-নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

মূল প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে ৩৪ লাখ শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে ৩২ লাখ ৭২ হাজার ৭৭৯টি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং এক লাখ ৭৭ হাজার ৫৯০টি প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর ১২ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এই ঝুঁকি মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

মানবজমিন
ঢাকা, ১১ জানুয়ারি ২০১৮, বৃহস্পতিবার

৯৪৯ জন শিশু হত্যা ও নির্যাতনের শিকার

দেশ বিদেশ

স্টাফ রিপোর্টার | ১০ জানুয়ারি ২০১৮, বুধবার

বিদায়ী বছরে ৯৪৯ জন শিশু হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪৮ জন ধর্ষণ, ৬৬ জন গণধর্ষণ, ১৮ জন ধর্ষণের পর হত্যা, ৬১ জন পিটুনির, ৭ জন পিটিয়ে হত্যা, ২৫ জন পর্নোগ্রাফির, ৪৮ জন মা-বাবার দ্বারা হত্যা ও ১৫২ জন অপহরণের শিকার এবং ২৪ জন নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আগের বছর ২০১৬ সালে ৮৭৭ জন শিশু হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়। গতকাল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্মেলন কক্ষে অ্যাকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত সংলাপে এসব তথ্য জানানো হয়। 'শিশুসুরক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।

তিনি বলেন, রাকিব-রাজন হত্যাকারীদের মতো শিশুহত্যা-নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ কমে আসবে। এজন্য নির্যাতিতের পাশে সকলকে সম্মিলিতভাবে দাঁড়াতে হবে। এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় সংলাপে বক্তৃতা করেন বিচারপতি মো. নিজামুল হক, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ মাহমুদ, মানবাধিকারকর্মী মো. মাহবুবুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন এএসডি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউকে এম ফারহানা সুলতানা। সংলাপে প্রধান অতিথি বলেন, শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে

বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। তবে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। এজন্য জাতীয় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের শিশু বিষয়ক কমিটিগুলো সক্রিয় করা দরকার। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে শিশু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কাজ চলছে। শিশু অধিদপ্তর গঠনেরও তাগিদ দেয়া হয়েছে। সরকার এসব বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমান সরকারও আন্তরিক। কিন্তু দেশে অনেক আইন থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই আগে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি- বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে মনিটরিং জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি। সংলাপে উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে শিশু সুরক্ষায় ৭ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বস্তিবাসী শিশু, পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুসহ অবহেলিত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য অর্থ বরাদ্দের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশুহত্যা ও নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বছরের অন্তত দু'টি দিন শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে তাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুপারিশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে এসব প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। সংলাপে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, দেশে ৩৪ লাখ শিশুশ্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে ৩২ লাখ ৭২ হাজার ৭৭৯ জন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং এক লাখ ৭৭ হাজার ৫৯০ জন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর ১২ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
THE DAILY INQILAB

বিচারহীনতার সংস্কৃতি আর নয় -কাজী রিয়াজুল হক

| প্রকাশের সময় : ১০ জানুয়ারি, ২০১৮, ১২:০০ এএম

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহŸান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। তিনি বলেছেন, রাকিব-রাজন হত্যাকারীদের মতো শিশু হত্যা-নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ কমে আসবে। এজন্য নির্যাতিত পাশে সকলকে সম্মিলিত ভাবে দাড়াতে হবে। গতকাল মঙ্গলবার সকালে জাতীয় মানবাধিকর কমিশন সম্মেলন কক্ষে অ্যাকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহŸান জানান। 'শিশু সুরক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরী। এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় সংলাপে বক্তৃতা করেন বিচারপতি মো. নিজামুল হক, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ মাহমুদ, মানবাধিকার কর্মী মো. মাহবুবুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমূখ। মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন এএসডি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউকেএম ফারহানা সুলতানা। সংলাপে তিনি বলেন, শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। তবে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। এজন্য জাতীয় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের শিশু বিষয়ক কমিটিগুলো সক্রিয় করা দরকার। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে শিশু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কাজ চলছে। শিশু অধিদপ্তর গঠনেরও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সরকার এসকল বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমান সরকারও আন্তরিক। কিন্তু দেশে অনেক আইন থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই আগে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে মনিটরিং জোরদার করার আহŸান জানান তিনি। সংলাপে উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে শিশু সুরক্ষায় ৭ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বস্তিবাসী শিশু, পথ শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুসহ অবহেলিত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য অর্থবরাদ্দের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশু হত্যা নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বছরের অন্তত: দু'টি দিন শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে তাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুপারিশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে এসকল প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়। সংলাপে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বিদায়ী বছরে ৯৪৯জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ৫৪৮ জন ধর্ষণ, ৬৬ জন গণধর্ষণ, ১৮ জন ধর্ষণের পর হত্যা, ৬১ জন পিটুনীর, ৭ জন পিটিয়ে হত্যা, ২৫

জন পর্ণোগ্রাফির, ৪৮ জন মা-বাবর দ্বারা হত্যা ও ১৫২ জন অপহরণের শিকার এবং ২৪ জন নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আগের বছর ২০১৬ সালে ৮৭৭ জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়। আরো বলা হয়, দেশে ৩৪ লাখ শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৭৯ জন অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতে এবং এক লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৯০ জন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর ১২ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত।

কালের কণ্ঠ

আপডেট : ৯ জানুয়ারি, ২০১৮ ২০:৩৫

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে : রিয়াজুল হক

বিদায়ী বছরে ৯৪৯ শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। তিনি বলেছেন, রাকিব-রাজনের মতো শিশু হত্যা-নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ কমে আসবে। এজন্য নির্যাতিতদের পাশে সকলকে সম্মিলিত ভাবে দাড়াতে হবে।

আজ মঙ্গলবার সকালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্মেলন কক্ষে অ্যাকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। ‘শিশু সুরক্ষা : আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এ সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডি’র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরী।

সংলাপে প্রধান অতিথি বলেন, শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। তবে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে আরো ভালো

ফলাফল পাওয়া যাবে। এজন্য জাতীয় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের শিশু বিষয়ক কমিটিগুলো সক্রিয় করা দরকার।

তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে শিশু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কাজ চলছে। শিশু অধিদপ্তর গঠনেরও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সরকার এ সকল বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে।

এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় সংলাপে আরো বক্তৃতা করেন বিচারপতি মো. নিজামুল হক, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ মাহমুদ, মানবাধিকার কর্মী মো. মাহবুবুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমূখ।

বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমান সরকারও আন্তরিক। কিন্তু দেশে অনেক আইন থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই আগে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে মনিটরিং জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

সংলাপে উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে শিশু সুরক্ষায় ৭ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বস্তিবাসী শিশু, পথ শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুসহ অবহেলিত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য অর্থবরাদ্দের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশু হত্যা নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বছরের অন্তত: দুটি দিন শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে তাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুপারিশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে এ সকল প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

সংলাপে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বিদায়ী বছরে ৯৪৯ জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪৮ জন ধর্ষণ, ৬৬ জন গণধর্ষণ, ১৮ জন ধর্ষণের পর হত্যা, ৬১ জন পিটুনীর, ৭ জন পিটিয়ে হত্যা, ২৫ জন পর্ণোগ্রাফির, ৪৮ জন মা-বাবর দ্বারা হত্যা ও ১৫২ জন অপহরণের শিকার এবং ২৪ জন নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আগের বছর ২০১৬ সালে ৮৭৭ জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়।

আরো বলা হয়, দেশে ৩৪ লাখ শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৭৯ জন অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতে এবং এক লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৯০ জন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর ১২ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত।

বেদনা কোটি মানুষের জন্য প্রতিদিন
যায়যায়দিন
১৯৮৪ থেকে

বুধবার, জানুয়ারী ১০, ২০১৮: পৌষ ২৭, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ: ২২ রবিউস সানি, ১৪৩৯ হিজরি ১২ বছর, সংখ্যা ২১১

অবিলম্বে শিশু আইন কার্যকরের দাবি কাজী রিয়াজুল হকের

যায়যায়দি রিপোর্ট ▶ শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে অবিলম্বে নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।
মঙ্গলবার অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের (এএসডি) 'ডেভেলপমেন্ট অব চিলড্রেন অ্যাট হাই রিস্ক (ডিসিএইচআর)' প্রজেক্টের আয়োজনে 'শিশু সুরক্ষা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক সংলাপে এমন মন্তব্য করেন তিনি।

আলোচনায় অংশ নেন শিশু অধিকার নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী ও বেসরকারি সংগঠনসহ সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর।

আলোচনায় শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতের অন্তরায় ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতা, উত্তরণের উপায় ও করণীয় প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে।

সংলাপের প্রধান অতিথি কাজী রিয়াজুল হক বলেন, 'অতিদ্রুত জাতীয় শিশু আইন-২০১৩ এর রুলস ঠিক করে কার্যকর করা জরুরি। আমি জানিনা এতদিন পরেও কেন শিশু আইন কার্যকর করা সম্ভব হলো না।' তিনি মাঠপর্যায়ে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে অংশীদারিত্বমূলক কাজ করার আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতি দেন। রিয়াজুল হক শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান এবং নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মোহাম্মদপুরে গৃহকর্মী আলামিনকে ছয় মাস আটকে রেখে নির্যাতন ও হত্যা করার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'আলামিনের পরিবার যদি কোনোভাবে আপসও করে, আমরা তবু মামলা চালিয়ে যাব, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। তাহলেই বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে।' ভিডার নির্বাহী পরিচালক মো. মাহবুবুল হক শিশু নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান এবং শিশু সুরক্ষার ব্যাপারে পরিবারকে সচেতন হওয়ার কথা বলেন।

নয়া দিগন্ত

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিবেদক

১০ জানুয়ারি ২০১৮,বুধবার, ০০:০০

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। তিনি বলেন, রাকিব-রাজন হত্যাকারীদের মতো শিশু হত্যা-নির্যাতনের সাথে জড়িত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ কমে আসবে। এ জন্য নির্যাতিতদের পাশে সবাইকে সম্মিলিতভাবে দাঁড়াতে হবে।

গতকাল জাতীয় মানবাধিকর কমিশন সম্মেলন কক্ষে অ্যাকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত এক সংলাপে তিনি এ আহ্বান জানান। 'শিশু সুরক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডির নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরী। সংস্থার উপনির্বাহী পরিচালক মো: মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় সংলাপে বক্তৃতা করেন বিচারপতি মো: নিজামুল হক, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুস শহীদ মাহমুদ, মানবাধিকার কর্মী মো: মাহবুবুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন এএসডির প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউকেএম ফারহানা সুলতানা।

কাজী রিয়াজুল হক বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে শিশু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কাজ চলছে। শিশু অধিদফতর গঠনেরও তাগিদ দেয়া হয়েছে। সরকার এসব বিষয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মূল প্রবন্ধে ফারহানা সুলতানা জানান, বিদায়ী বছরে ৯৪৯ জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ৫৪৮ জন ধর্ষণ, ৬৬ জন গণধর্ষণ, ১৮ জন ধর্ষণের পর হত্যা, ৬১ জন পিটুনি, সাতজন পিটিয়ে হত্যা, ২৫ জন পর্ণোগ্রাফি শিকার, ৪৮ জন মা-বাবার দ্বারা হত্যা ও ১৫২ জন অপহরণের শিকার ও ২৪ জন নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আগের বছর ২০১৬ সালে ৮৭৭ জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়। এতে আরো বলা হয়, দেশে ৩৪ লাখ শিশু শ্রমের সাথে জড়িত। এর মধ্যে ৩২ লাখ ৭২ হাজার ৭৭৯ জন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং এক লাখ ৭৭ হাজার ৫৯০ জন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর ১২ লাখ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সাথে জড়িত।

সংলাপে উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে শিশু সুরক্ষায় ৭ দফা সুপারিশ তুলে ধরা হয়। নিয়োজিত শিশুসহ অবহেলিত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ জন্য অর্থবরাদ্দের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশু হত্যা নির্যাতনের সাথে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বছরের অন্তত দু'টি দিন শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে তাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুপারিশ করা হয়।

bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper

১১ জানুয়ারি ২০১৮, ২৮ পৌষ ১৪২৪

শিশু সুরক্ষায় শিগগির বিধিমালা প্রণয়নের তাগিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published: 2018-01-09 17:34:17.0 BdST **Updated:** 2018-01-09 21:26:30.0 BdST

-

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিগগির বিধিমালা প্রণয়ন করে শিশু আইন কার্যকর করার তাগিদ দিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।

রাজধানীতে মঙ্গলবার একটি শিশু অধিকার সংগঠনের আয়োজনে সংলাপ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চার বছরেও বিধিমালাটি প্রণীত না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন তিনি।

রিয়াজুল হক বলেন, "অতি দ্রুত জাতীয় শিশু আইন ২০১৩ এর রুলস ঠিক করে কার্যকর করা জরুরি। আমি জানি না, এতদিন পরেও কেন শিশু আইন কার্যকর করা সম্ভব হলো না।"

শিশু সুরক্ষায় যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের দাবির মুখে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিশু আইন রহিত করে ২০১৩ সালে নতুন শিশু আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু আইনটির বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যা করে কোনো বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় চার বছরেও তা পুরো কার্যকর হয়নি।

অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের (এএসডি) 'ডেভেলপমেন্ট অব চিলড্রেন অ্যাট হাই রিস্ক' (ডিসিএইচআর)' প্রকল্পের আয়োজনে 'শিশু সুরক্ষা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক এই সংলাপ হয়।

সাবেক বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, মানবাধিকারের উন্নয়ন হলেই শিশুর অধিকার রক্ষা হবে। সে জন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

সরকারের আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মকাণ্ডে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন শাপলা নীড়ের অ্যাডভোকেসি কর্মকর্তা আতিকা বিনতে বাকি।

তিনি বলেন, "কোনো সমস্যা নিয়ে নারী ও শিশু অধিদপ্তরে গেলে, তারা বলে, 'সমাজকল্যাণে যান', সমাজকল্যাণে গেলে তারা বলে শ্রম অধিদপ্তরে যান- এগুলো নিয়ে অনেক হয়রানি হতে হয়।"

এএসডি-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব জামিল এইচ. চৌধুরীর সভাপতিত্বে ভিডার নির্বাহী পরিচালক মাহবুবুল হক, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আবদুছ সহিদ মাহমুদ, কাপের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার রেবেকা সানিয়াত সংলাপে বক্তব্য দেন।

আলোচ্য বিষয়ের উপর লিখিত তথ্য উপস্থাপন করেন ডিসিএইচআর প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা।

তাতে ২০১৭ সালে প্রতি মাসে গড়ে ৩৩টি শিশ খুন হওয়ার এবং মাসে গড়ে ৪৯ জন শিশুর ধর্ষণের শিকার হওয়ার তথ্য তুলে ধরা হয়।

BANGLA NEWS 24
সংবাদ বিনোদন সারাক্ষণ

জাতীয়

২০১৭ সালে ধর্ষণের শিকার ৫৯৩ শিশু

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ২০১৮-০১-০৯ ৩:৪১:২৫ পিএম

‘শিশু সুরক্ষা: আমাদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়

ঢাকা: ২০১৭ সালে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৫৯৩ শিশু। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা ছিলো ৪৪৬ জন। সে হিসেবে আগের বছরের তুলনায় গত বছর শিশু ধর্ষণের সংখ্যা বেড়েছে ১৪৭টি।

মঙ্গলবার (০৯ জানুয়ারি) জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে একটি উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে ‘শিশু সুরক্ষা: আমাদের করণীয়’ শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপন করা প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ৭০ জন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ২২ জনকে, আত্মহত্যা করেছে ৭ জন, যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৯০ শিশু।

একই সময়ে ৩৩৯ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, যা ২০১৬ সালের চেয়ে ৩৩ শতাংশ বেশি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে সামগ্রিকভাবে শিশু নির্যাতন ও নিপীড়ন বেড়েছে ৭ দশমিক ১৩ শতাংশ। যার মধ্যে শিশু ও যৌন নির্যাতন বেড়েছে যথাক্রমে ১৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ এবং ৩০ দশমিক ৩২ শতাংশ। দেশের ৬৬ শতাংশ নারীর বিয়ে হয় ১৮ বছর বয়সের আগে। ২৬ মিলিয়ন (২ কোটি ৬০ লাখ) শিশু দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যারা সাতটি মৌলিক চাহিদাই পূরণ করতে পারে না।

তবে এসব থেকে উত্তরণে আলোচকরা বেশ কিছু মতামত দিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে- শিশু নির্যাতন বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগ, নির্যাতনের বিচার দ্রুত আইনে করা, শিশু অধিকার কমিশন গঠন, অপরাধীর সঙ্গে আপস না করলেই শিশুদের সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব।

বাংলাদেশ সময়: ১৫৩৫ ঘণ্টা, জানুয়ারি ০৯, ২০১৮
এসই/জেডএস

একুশে ETV
একুশে টেলিভিশন
পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ

সেমিনারে তথ্য

দেশে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে জড়িত ১২ লাখ শিশু

একুশে টেলিভিশন

প্রকাশিত : ০৩:৩১ পিএম, ৯ জানুয়ারি ২০১৮ মঙ্গলবার

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৩১.৫১ জনের বয়স ৫ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে শতকরা ৭৯ জন স্কুলে গেলেও বাকি ১১ জন কখনোই স্কুলে যায়নি। ২০১৩ সালের এক জরিপে উঠে এসেছিল এমন চিত্র। একই সময়ের অন্য এক জরিপে দেখা যায়, দেশের ৩.৪ মিলিয়ন শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে ৩২ লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশ` ৭৯ জন ইনফরমাল এবং ১৭ লাখ সাত হাজার পাঁচশ` ৯০ জন ফরম্যাল সেক্টরে কাজের সঙ্গে জড়িত। আর ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত ১.২ মিলিয়ন শিশু।

আজ সকালে অ্যাকশন ফর সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট'র ডেভেলপমেন্ট অব চিলড্রেন অ্যাট হাই রিস্ক আয়োজিত 'শিশুদের সুরক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক সেমিনারে এসব কথা তুলে ধরা হয়।

রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিটিএমসি ভবনে আয়োজিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডিসিএইচআর'র প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউ কে এম ফারহানা সুলতানা।

এএসডি`র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক।

সেমিনারে আলোচকগণ কর্মজীবী শিশুদের মধ্যে শিক্ষণ ও বিনোদনের মাধ্যমে পড়ালেখার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুর উপযোগী কাজের সঙ্গে নিযুক্ত করানো, অভিভাবকদের সঙ্গে মিটিং এর মাধ্যমে শিশুশ্রমের অপকার নিয়ে আলোচনা এবং তাদের সন্তানদের শ্রমে নিযুক্ত করা থেকে নিরুৎসাহিত করার প্রস্তাব উঠে আসে। একই সঙ্গে মিডিয়া ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সব মানুষের মধ্যে শিশুশ্রম বিষয়ে প্রচারণা চালানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

parliamentnewsbd.com
A Wide Open Window For Fresh News

এএসডি'র সংলাপে মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান : বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে

পার্লামেন্ট নিউজ, জানুয়ারী ০৯, ২০১৮

বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কাজী রিয়াজুল হক। তিনি বলেছেন, রাকিব-রাজন হত্যাকারীদের মতো শিশু হত্যা-নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে অপরাধ কমে আসবে। এজন্য নির্যাতিত পাশে সকলকে সম্মিলিত ভাবে দাড়াতে হবে।

জাতীয় মানবাধিকর কমিশন সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার সকালে অ্যাকশন ফর সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট (এএসডি) আয়োজিত সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ আহ্বান জানান। 'শিশু সুরক্ষা : আমাদের করণীয়' শীর্ষক এই সংলাপে সভাপতিত্ব করেন এএসডি'র নির্বাহী পরিচালক জামিল এইচ চৌধুরী। এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হকের সঞ্চালনায় সংলাপে বক্তৃতা করেন বিচারপতি মো. নিজামুল হক, শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক আব্দুস শহীদ মাহমুদ, মানবাধিকার কর্মী মো. মাহবুবুল হক, সমাজসেবা কর্মকর্তা কে এম শহীদুজ্জামান, শিশু বিশেষজ্ঞ শরফুদ্দিন আহমেদ প্রমূখ। মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন এএসডি'র প্রজেক্ট ম্যানেজার ইউকেএম ফারহানা সুলতানা।

সংলাপে প্রধান অতিথি বলেন, শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি অনেক। তবে বিদ্যমান আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। এজন্য জাতীয় থেকে আঞ্চলিক পর্যায়ের শিশু বিষয়ক কমিটিগুলো সক্রিয় করা দরকার। তিনি বলেন, মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে শিশু কমিশন গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কাজ চলছে। শিশু অধিদপ্তর গঠনেরও তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সরকার এসকল বিষয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বিচারপতি নিজামুল হক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। বর্তমান সরকারও আন্তরিক। কিন্তু দেশে অনেক আইন থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নেই। তাই আগে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারী বেসরকারী সংস্থার পক্ষ থেকে মনিটরিং জোরদার করার আহ্বান জানান তিনি।

সংলাপে উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোকে শিশু সুরক্ষায় ৭ দফা সুপারিশ তুলে ধরেন এএসডি উপ-নির্বাহী পরিচালক মো. মোজাম্মেল হক। তিনি বলেন, বস্তিবাসী শিশু, পথ শিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুসহ অবহেলিত শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য অর্থবরাদ্দের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোপরি শিশু হত্যা নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া জাতীয় সংসদ অধিবেশনে বছরের অন্তত: দু'টি দিন শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে তাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুপারিশ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে এসকল প্রস্তাব সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হয়।

সংলাপে মূল প্রবন্ধে বলা হয়, বিদায়ী বছরে ৯৪৯জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ৫৪৮ জন ধর্ষণ, ৬৬ জন গণধর্ষণ, ১৮ জন ধর্ষণের পর হত্যা, ৬১ জন পিটুনীর, ৭ জন পিটিয়ে হত্যা, ২৫ জন পর্ণোগ্রাফির, ৪৮ জন মা-বাবর দ্বারা হত্যা ও ১৫২ জন অপহরণের শিকার এবং ২৪ জন নবজাতকের লাশ উদ্ধার হয়েছে। আগের বছর ২০১৬ সালে ৮৭৭ জন শিশু হত্যা নির্যাতনের শিকার হয়।

আরো বলা হয়, দেশে ৩৪ লাখ শিশু শ্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে ৩২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৭৯ জন অপ্রাতিষ্ঠানিকখাতে এবং এক লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৯০ জন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। আর ১২ লক্ষ শিশু ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে জড়িত।
###